ছায়াচিত্র পরিষদের নিবেদন
শুভযাত্রা
পরিবেশক - ছায়াবানী লিমিটেড্

ছায়াচিত্র পরিষদের সশ্রদ্ধ নিবেদন

সন্ধ্যারাণী ও বিকাশ রায়

অভিনীত

শুভযাত্রা

পরিচালনা : চিত্ত বসু

কাহিনী : প্রবোধ মজুমদার

চিত্রনাট্য ও অতিরিক্ত সংলাপ : মণি বর্মা

সংগীত পরিচালনা : সত্যজিৎ মজুমদার

চরিত্রচিত্রণে

সুপ্রভা মুখার্জী, মায়া মুখার্জী, নমিতা সেনগুপ্তা, রাণীবালা, মনোরমা (বড়), রেখা চ্যাটার্জী, মীরা রায়, ঝোটন, জীবেন বসু, নীতিশ মুখার্জী, প্রীতি মজুমদার, ডাঃ হরেন মুখার্জী, নরেশ বসু, ছবি ঘোষাল, বলীন সোম ও আরো অনেকে

সংগঠনে

চিত্রশিল্পে : প্রবোধ দাস। শব্দানুলেখনে : লোকেন বসু। সম্পাদনায় : কমল গাঙ্গুলী। শিল্প নির্দেশনায় : সত্যেন রায় চৌধুরী। ব্যবস্থাপনায় : অসীম পাল। রূপসজ্জায় : মদন পাঠক। গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। যন্ত্র-সঙ্গীত : গ্র্যাণ্ড অর্কেষ্ট্রা। স্থিরচিত্রে : এড্‌না লোরেন্জ লিঃ। চিত্র-পরিস্ফুটন : ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটারীজ। প্রচার-পরিচালনায় : সিনে এ্যাডভার্টাইজিং এ্যাণ্ড প্রোপাগাণ্ডা সার্ভিস্ (CAPS)।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন : ভিক্টরি টয়েজ, রাধারমণ ষ্টোর্স, এ বোস এ্যাণ্ড কোং

বসু মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং লিঃ-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিয়োতে আর সি এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

একমাত্র পরিবেশক : ***ছায়াবাণী লিমিটেড***

১১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১৩

কাহিনী

অনুপ প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

বাইরে থেকে মনে হয় না বিয়ে বাড়ী—মাংগলিকের কোন অনুষ্ঠান নেই, লোকজনের যাওয়া আসা নেই, এমনকি এ বাড়ীতে চেঁচিয়ে কথা ব'লতেও যেন সকলে ভুলে গেছে।

চোখের জল মুছে জাহ্নবী জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "মালু, সুধা কোথায় রে?" গম্ভীর স্বরে মালতী উত্তর দিল, "দাদা? দাদা এখনো ও ঘরেই রয়েছে মা!" গলার স্বর ভেঙে এলো জাহ্নবীর, "হ্যাঁরে, শুভযাত্রার যে আর দেরী নেই— এখনো ওঘরে! ডাক্—ডাক্, ডেকে দে ওকে।" কিন্তু মালতী ডাকবে কাকে? পাগল বৌ মৃণালিনীর হাতদুটি জড়িয়ে ধ'রে সুধাংশু তখন মিনতি করছে, "মিনি, মিনি দয়া কর আমাকে—একবার, শুধু আজকের জন্যে তুমি আবার আগের মত সহজ হয়ে ওঠো, ধ'রে রাখো আমাকে। এমন ক'রে ছেড়ে দিওনা—তোমার কাছ থেকে দূরে চ'লে যেতে দিওনা—" পাগলী মৃণালিনী এর জবাবে শুধু হো হো ক'রে হেসে ওঠে।

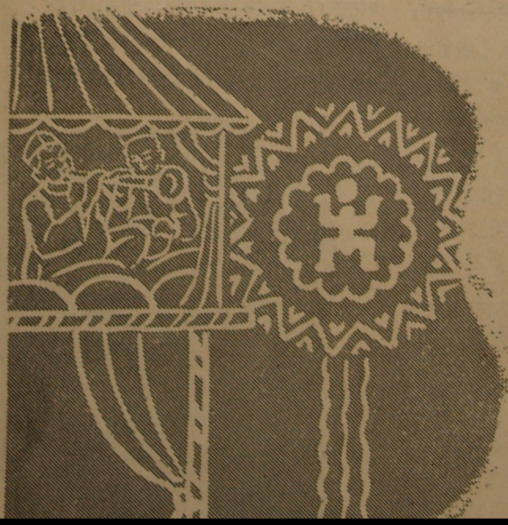

কিন্তু এ বাড়ীর এমন দিন ছিল না। অল্প বয়সে

স্বামী হারিয়েও জাহ্নবী ছেলে সুধাংশু ও মেয়ে মালতীকে নিয়ে আবার সংসার বেঁধেছিলেন। শক্ত হাতে হাল ধ'রে জমিদারী চালিয়েছিলেন। ভালভাবে লেখাপড়া শিখে সুধাংশু দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হ'য়েছিল। এই আত্মভোলা মানুষটিকে পছন্দ করতো সকলেই—এমনকি সুধাংশুর অধ্যাপক পাশের বাড়ীর নিরঞ্জনবাবুর মেয়ে নমিতা পর্যন্ত।

এ বাড়ীতে সেদিন বিয়ের আয়োজন হ'য়েছিল। আলোর ঝলমলানিতে, ফুলের সুগন্ধে, সুন্দরী মেয়েদের কলগুঞ্জনে, সানাই-এর সুরে এ বাড়ীও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল। রঙীন ভবিষ্যতের স্বপ্নে ভরা মন নিয়ে সুধাংশু মৃণালিনীকে বিয়ে ক'রে এনেছিল। মালতী হেসে বলেছিল, "বৌদিরে, আমি তোর ননদিনী রায়বাঘিনী।" মা নতুন বৌয়ের স্নিগ্ধ শান্ত মুখের দিকে চেয়ে আর থাকতে পারেন নি, বুকে জড়িয়ে ধ'রে বলেছিলেন, "এসো মা, আমার ঘরের লক্ষ্মী এসো! কতদিন যে তোমার পথ চেয়ে ব'সে ছিলাম মা।" আর সুধাংশু! দর্শনশাস্ত্রের কঠোরতার গভীরে এত তৃপ্তি—এত আনন্দ যে লুকিয়ে ছিল তা কি সে কখনো কল্পনাও করতে পেরেছিল? শুধুএকজন দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল, একজন শুধু এ বিয়েতে সুখী হতে পারেনি—পাশের বাড়ীর অধ্যাপকের মেয়ে নমিতা।

এ বাড়ীতে তখন আনন্দের জোয়ার ব'য়ে যেত। ধীরে ধীরে সব কাজের ভার মৃণালিনী তুলে নিয়েছিল নিজের হাতে। মালতী কোন্ শাড়ী প'রে কলেজে যাবে, মহালের খাজনা মাপ করা হবে কিনা, ঠাকুর-চাকরের জলখাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করা, জাহ্নবীর পুজার আয়োজন, এমনকি সুধাংশুর চাদর ডান কাঁধে কি বাঁ বাধে থাকবে—এই সব ব্যাপারে তারই কর্তৃত্ব। সুধাংশু বলে "মিনি, এত সেজে কলেজে যেতে আমার ভারী লজ্জা করে।" গলায় আঁচল দিয়ে তার পায়ের ধুলো নেয় মিনি; তারপর স্বামীর কাছে ঘেঁসে এসে মুখটি তুলে মৃদুস্বরে বলে, "কিন্তু তোমাকে সাজাতে যে আমার ভারী ভাল লাগে।" শুধু পাশের বাড়ীর অধ্যাপকের মেয়ে নমিতা বলে, "সুধাদা, ডান কাঁধের চাদর যখন বাঁ কাঁধে নিয়েছো—"

এ বাড়ীর বাগানে তখন ফুলের সমারোহ—জাহ্নবী দীর্ঘকাল পরিশ্রমের পর অবসর পেয়ে ৺কাশী যাবার আয়োজন ক'রছেন। এমন সময় এলো আর একটি শুভবার্তা—মৃণালিনী সন্তানের জননী হবে। আনন্দে জাহ্নবী দিশাহারা হ'য়ে গেলেন।

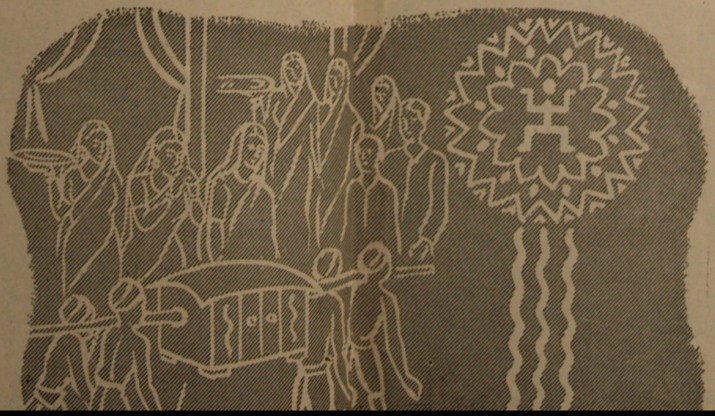

স্যাক্‌রা ডেকে গয়না গড়াতে দিলেন একরাশ। পুতুল আর খেলনা কিনে ঘর ভরিয়ে ফেললো মালতী। সন্তান পালনের বই কিনে গভীর মনোযোগের সংগে পড়তে লাগলো সুধাংশু। আর সবার অলক্ষ্যে, চুপি চুপি ছোট ছোট কাঁথা সেলাই ক'রতে লাগলো মৃণালিনী।

ফুট্‌ফুটে চাঁদের মত ছেলে—রঙীন ফুলে সাজানো দোলনায় শুয়ে থাকে, আর মালতী তাকে দোল দেয় আর গান করে। মৃণালিনী অনুযোগ করে, "কলেজ যাবি না?" মালতী রাগ করে, "বেশ করবো যাবো না, তোর কী?" তারপর একটু হেসে বলে, "ওরে বৌদি, পিসী হওয়া কী

কিন্তু তারপর হঠাৎ এলো দুর্য্যোগ। কালো মেঘে চাঁদ ঢেকে গেল, আকাশ ছেয়ে গেল। পাগল বৌ নিয়ে পথভ্রান্ত সুধাংশু দিশাহারা হ'য়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো শুধু একটু আলোর সন্ধানে !

কে দেবে এই আলোর সন্ধান ?
কে দেবে পথের নিশানা ?
কে বলে দেবে কোন্ পথে
হবে শুভযাত্রা ?

সঙ্গীত

ফুলবন্ধনে বাঁধিব তোমারে
তাইতো তোমায় আমি চাই।
আরো যে আপন ক'রে বঁধুহে
জীবনে তোমায় যেন পাই।
কণ্ঠে তোমার মিলন মালা দুলিয়ে দেবো,
হৃদয় তোমার গানের সুরে ভুলিয়ে দেবো,
আজ মনে হয় এই ভুবনে
তুমি ছাড়া কেহ নাই।

* * * * *

জোনাক পোকা জ্বালে দীপ,
পরায় খোকার ভালে টীপ,

সহজ কথা রে ?''—ছেলেকে কোলে নেওয়ার জন্য রেষারেষি পড়ে যায়—মৃণালিনীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় মালতী, মালতীর কাছ থেকে সুধাংশু, সুধাংশুর কাছ থেকে জাহ্নবী, তারপর বামা ঝি আর তারপর পাশের বাড়ীর অধ্যাপকের মেয়ে নমিতা।

★ ★ ★ ★ ★

ঘুমের দেশ আর কত দূর,
হাওয়ায় জাগে ঘুমের সুর,
সোনা যাবে ঘুমের দেশে
(মাণিক যাবে ঘুমের দেশে)
ঘুমেরই গান গাই
মাল্লারা সব পাল্লা দিয়ে দাঁড় টানে
ময়ূরপংখী পালে তোমার
নেই যে উজান হাওয়া
হিজি বিজি সুরে ঝিঁঝি আসর জমায় গানে
ময়নামতীর বাঁক পেরিয়ে যাই।

★

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায় : গুরুদাস বাগচী, অসীম রায়চৌধুরী, মঞ্জু দাশগুপ্ত। চিত্রশিল্পে : গোরা মল্লিক, জয়প্রতাপ মিত্র, শচীন গুহরায়, নির্মল মল্লিক। শব্দানুলেখনে : তপন ঘোষ, অমলেন্দু ঘোষ। শিল্প-নির্দেশনায় : গৌর পোদ্দার। সম্পাদনায় : প্রতুল রায়চৌধুরী। রূপসজ্জায় : নুরু সরকার। ব্যবস্থাপনায় : আশু গুহ। সংগীত-পরিচালনায় : রবীন ব্যানার্জী। কারুশিল্পে : বেনারসী শর্মা। পটশিল্পে : কবি দাশগুপ্ত। আলোকসম্পাতে : হরেন সুর, অন্নদা, অভিমন্যু, কালো, সুনীল, প্রেমেন্দু।

★

৬।৩, ম্যাডান ষ্ট্রীট থেকে সিনে এ্যাডভার্টাইজিং এ্যাণ্ড প্রোপাগাণ্ডা সার্ভিস্ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং চিত্রবাণী প্রেস, ১৮, হাজরা লেন, কলিকাতা-২৯ থেকে মুদ্রিত।